দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 6 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এলজিইডির প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্পে অনিয়ম দুর্নীতি স্বেচ্ছাচারিতা

কোটি কোটি টাকা লোপাটের অভিযোগ

□ স্টাফ রিপোর্টার

এলজিইডির প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-২) নামক প্রকল্পে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে। ভবন নির্মাণ ছাড়াও শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সরবরাহ, নলকূপ স্থাপন, টয়লেট নির্মাণসহ বিভিন্ন খাতে অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে সুকৌশলে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এজন্য নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এলজিইডিকেও দায়ী করেছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)। এ প্রসঙ্গে এলজিইডির একজন প্রকৌশলী আইএমইডি সচিবের কাছে সম্প্রতি একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী ওয়াহিদুর রহমানকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ না দেওয়ার আবেদন করে লেখা ওই অভিযোগপত্রে তিনি উল্লেখ করেন, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-২) সার্ভিস চার্জ বাবদ প্রাপ্ত টাকা থেকে ৪০ কোটি টাকা লোপাট করেছেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) প্রধান প্রকৌশলী ওয়াহিদুর রহমান। এর মধ্যে ১৪ কোটি টাকা দিয়ে তিনটি গাড়ি কিনেছেন তিনি, যার একটি একজন প্রতিমন্ত্রীকে দিয়েছেন।

জানা গেছে, এলজিইডির পিইডিপি-২ প্রকল্পের আওতায় দেশের সব বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও থানায় নবনির্মিত শ্রেণীকক্ষ, প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ও সম্প্রসারিত ভবনের

পৃঃ ১৫ কঃ ২

এলজিইডির প্রাথমিক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বেশির ভাগেরই এখন করুণ দশা। নতুন ও সম্প্রসারিত ভবনগুলো নির্মাণের এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে দেয়াল থেকে প্লাস্টার খসে যেতে শুরু করেছে। ভবনগুলোর ছাদ থেকে পানি চুইয়ে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করছে। ভবন নির্মাণ ছাড়াও শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সরবরাহ, নলকূপ স্থাপন, টয়লেট নির্মাণসহ বিভিন্ন খাতে অত্যন্ত নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে। আবার অনেক জায়গায় টিউবওয়েল ও টয়লেট নির্মাণ না করেই টাকা ছাড় করা হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) এক প্রতিবেদনে দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এসব খাতে ব্যয় করা সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকার কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আইএমইডি। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর প্রত্যক্ষ মদদে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ করা টাকা খরচে ব্যাপক অনিয়মের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। কর্মসূচিগুলোতে বরাদ্দ করা টাকা কম খরচ করে বাকি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান। এজন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) নির্মাণ তদারকি এবং অবহেলায় দায়ী বলে আইএমইডির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

জানা গেছে, গত বছরের জুনে এ কর্মসূচির কাজ সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। কর্মসূচির কাজ শেষ হওয়ার পর আইএমইডি প্রতিনিধিদল গত এক বছর কর্মসূচির আওতায় দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে আইএমইডি। এতে কর্মসূচির এসব অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সূত্র জানায়, পিইডিপি-২ নামের কর্মসূচিটি ২০০৩ সালে চার হাজার ৯৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত হয়। ২০০৩ থেকে শুরু হওয়া এ কর্মসূচির কাজ ২০০৯ সালে শেষ করার কথা থাকলেও তা সম্ভব হয়নি। পরে মেয়াদ আরো দুই বছর বাড়ানো হয়। এর পাশাপাশি কর্মসূচির ব্যয় আরো দুই হাজার ৫৬৭ কোটি বাড়িয়ে সাত হাজার ৫০০ কোটি টাকা করা হয়। গত বছরের জুনে এ কর্মসূচির কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এ কর্মসূচিতে পুরো টাকা খরচ হয়নি। কর্মসূচিতে খরচ হয়েছে সাত হাজার ৬৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের বেশির ভাগ অর্থই অনুদান হিসেবে পাওয়া গেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ডিএফআইডি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সুইডিশ সিডা, কানাডিয়ান সিডা, জাইকা, ইউনিসেফ এবং অসএইড এ কর্মসূচিতে মোট তিন হাজার ৩৪০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছে। আর সরকার অনুদান দিয়েছে দুই হাজার ৪৬০ কোটি টাকা। বাকি টাকা বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ঋণ দিয়েছে। আইএমইডির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ করে তুলতে সরবরাহ করা কম্পিউটারগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় তা কাজ করছে না। শিক্ষার্থীদের জন্য আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ স্থাপনের কথা থাকলেও অনেক জায়গায় তা করা হয়নি। অথচ নলকূপ স্থাপন না করেই টাকা ছাড় করা হয়েছে। আবার শিক্ষার্থীদের জন্য যেসব টেবিল, বেঞ্চ ও চেয়ার সরবরাহ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত নিম্নমানের। আসবাবপত্রগুলো এক বছরের ব্যবধানে বেশির ভাগই ভেঙে গেছে। অনেক জায়গায় টয়লেট নির্মাণের কথা থাকলেও তা করা হয়নি। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শেষ হলেও এখনো তা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। ফলে ওই সব বিদ্যালয়ে এখনো স্বাভাবিক কার্যক্রম শুরু হয়নি।

কর্মসূচির আওতায় সিলেটের জৈন্তাপুরে শাহজী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্মিত দুটি অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষের মেঝেতে ফাটল তৈরি হয়েছে। দেয়ালে হেয়ার ক্র্যাক দেখা গেছে। নতুন টিউবওয়েলটি অকেজো পড়ে আছে। সিলেট শাহজালাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নবনির্মিত শ্রেণীকক্ষের ফ্লোর দেবে গেছে, টিউবওয়েল অকেজো। চুটিয়া মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ল্যাপটপ ব্যবহার করা যাচ্ছে না। শ্রেণীকক্ষ জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। দরজার বিম ও প্লাস্টার উঠে যাচ্ছে। মাগুরার শালিখা উপজেলায় কাতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণকাজের গুণগতমান সন্তোষজনক নয়। নবনির্মিত ভবনের বিভিন্ন দেয়াল থেকে প্লাস্টার খসে পড়ছে। ভবনের ছাদ থেকে পানি চুইয়ে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করছে। সিলেট পিটিআই কেন্দ্রের একাডেমিক ভবনের সম্প্রসারিত একটি কক্ষে ফাটল ও হেয়ার ক্র্যাক দেখা গেছে। কম্পিউটার ল্যাবের ইউপিএসগুলো অকার্যকর। ছাত্রী হোস্টেলের ফার্নিচার, এক্সপেরিমেন্টাল ভবন, বাউন্ডারি ওয়ালের অবস্থা খুবই নাজুক।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সারা দেশে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৮ হাজার ২৪৭টি নলকূপ স্থাপনের কথা ছিল। কিন্তু স্থাপন করা হয়েছে ১৭ হাজার ২৭৫টি। বাকি ৯৭২টি নলকূপ স্থাপনই করা হয়নি। এ ছাড়া ২৩ হাজার ৫০০টি টয়লেট নির্মাণের কথা থাকলেও করা হয়েছে ২৩ হাজারটি। ৪১ হাজার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের কথা থাকলেও করা হয়েছে ৪০ হাজার ৮৭০টি। ৩৯৮টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের পরিবর্তে ৩৯৫টি নির্মাণ করা হয়েছে।